KHABOR SOJASUJI

খবর সোজাসুজি

RNI NO.WBBEN/2023/87806 (Govt. Of India)

EDITOR - ISRAIL MALLICK

খবর সোজাসুজি

প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, ট্যুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম।

Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

প্রতি ইংরেজি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখ প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র

খবর সোজাসুজি

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮

www.khaborsojasuji.com

Vol-2 ● Issue- 22 ● Bardhaman ● 30 April 2025 ● Rs. 2.00 (Four Pages) ● Mobile - 9434566498

এক নজরে

● ''গুজরাটে যে গণহত্যা করেছে,আজকে মমতার দয়ায় আর দোয়ায় সেই আরএসএস আমাদের রাজ্যে ঘর বাঁধছে'', ব্রিগেড সমাবেশ থেকে তৃণমূল, বিজেপি ও আরএসএসকে নিশানা করে তীব্র আক্রমণ করলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম।

● ধনেখালি থানার অন্তর্গত মল্লিকপুরে একটি পুকুর সংস্কার করার সময় উদ্ধার দু'টি গুলি সহ একটি বন্দুক।খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ধনেখালি থানার পুলিশ।কে বা কারা আগ্নেয়াস্ত্রটি পুকুরে রেখেছিল তা জানার জন্য স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

● ''বিজেপি-সিপিএম যদি মনে করে শান্ত ধনেখালিকে অশান্ত করবে তাহলে তৃণমূলও ছেড়ে কথা বলবে না'', বিজেপি ও সিপিএমকে নিশানা করে তীব্র হুঁশিয়ারি দিলেন ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র।

● ''খেলা আমরাও করবো।শেষ দেখে ছাড়বো।ব্যাটও নোব,বলও করবো।ছাব্বিশে উইকেট আমরা ফেলবো'', ব্রিগেডের জনসভা থেকে হুঁশিয়ারি দিলেন ক্ষেতমজুর আন্দোলনের নেত্রী ধনেখালির বন্যা টুডু।

● ''আগুনটা জ্বালালো কে ? দেশলাই বাক্সটা পেল কোথা থেকে ?''সামসেরগঞ্জের হিংসা বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনে এসে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার।

● খাতায় কলমে নাম থাকলেও প্রতিদিন স্কুলমুখো হচ্ছে না বহু ছাত্র ছাত্রী।সকলের মধ্যে কেমন যেন একটা উদাসীন ভাব।পড়াশোনার প্রতি এত অনীহা কেন ? উঠছে প্রশ্ন।

● ''হিন্দু-মুসলমান না করে প্রথমে মানুষ হওয়া দরকার'', মন্তব্য করলেন বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল।

● সুপ্রীম কোর্টে সাময়িক স্বস্তি পেল চাকরিহারারা।৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত নন-টেন্টেডদের কাজ করার সুযোগ দিল আদালত।নতুন

(এরপর চারের পাতায়)

জলের তোড়ে ভেসে গেছে বাঁশের পুল,দড়ি ধরে চলছে নদী পারাপার !

নিজস্ব সংবাদদাতা - দড়ি ধরে নদী পারাপার হচ্ছে যাত্রীরা - এমনই দৃশ্য দেখা গেল পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের দাদপুরে।নাদন ঘাট থানার নসরতপুর পঞ্চায়েতের দাদপুর এবং কালনা থানার নান্দাই পঞ্চায়েতের কুটিরডাঙ্গার মধ্যে

দিয়ে তির তির করে বয়ে চলেছে খড়িয়া নদী।নদীর এপারে রয়েছে নসরতপুর পঞ্চায়েতের দাদপুর।নদীর অপরপ্রান্তে রয়েছে নান্দাই পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কুটিরডাঙ্গা, দুপসা,পারদুপসা,খরিনান সহ ১০ টি গ্রাম।এই দশটি গ্রামের মানুষজনের নিত্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু যেমন বাজার ঘাট, ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য স্কুল কলেজ, রেলপথে যাতায়াতের জন্য স্টেশন এমনকি চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যেতে হলেও নদী পারাপার করতেই হয়। এছাড়াও ওপারের বহু মানুষ দুধের ব্যবসা করেন।তাদের দুধ নিয়ে

(এরপর চারের পাতায়)

লেখা আহ্বান

খবর সোজাসুজি'র শারদীয় উৎসব সংখ্যা ২০২৫ এর জন্য লেখা আহবান করা হচ্ছে। আগ্রহী ব্যক্তিরা লেখা পাঠাবেন হোয়াটস অ্যাপে(৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮)টাইপ করে ৩১ মে'র মধ্যে। লেখা বিবেচিত হলে অবশ্যই প্রকাশিত হবে। সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হবে ইত্তবুক/পিডিএফ আকারে। লেখা নির্বাচিত হলে সূচিপত্রে জানানো হবে। নির্বাচিত লেখক সূচি যথাসময়ে খবর সোজাসুজি ফেসবুক পেজে প্রকাশ করা হবে। ইচ্ছুক ব্যক্তিরা পাঠাতে পারেন ছোট গল্প,কবিতা,রম্য রচনা, অনুগল্প,ভ্রমণ কাহিনী,প্রবন্ধ এবং মুক্ত গদ্য।লেখার উপরে অবশ্যই ক্যাটাগরি উল্লেখ করবেন। লেখা হতে হবে অবশ্যই মৌলিক ও অপ্রকাশিত। একজন লেখক/লেখিকা কেবল একটাই লেখা পাঠাবেন। আর লেখার সঙ্গে নিজের পুরো নাম ঠিকানা সহ ৩০ টি শব্দের মধ্যে আপনার নিজের সম্পর্কে অবশ্যই লিখে পাঠাবেন।

লেখা পাঠানোর রূপরেখা - কবিতা : ২৪ লাইনের মধ্যে, প্রবন্ধ : ১৫০০ শব্দের মধ্যে, ভ্রমণ কাহিনী: ১৫০০ শব্দের মধ্যে, ছোটগল্প : ১০০০ শব্দের মধ্যে, অণুগল্প : ৩০০ শব্দের মধ্যে, মুক্তগদ্য : ৩০০ শব্দের মধ্যে,রম্য রচনা : ৪০০ শব্দের মধ্যে।

লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ : ৩১ মে, ২০২৫

সূচিপত্র প্রকাশের সম্ভাব্য তারিখ - ৩১ জুলাই,২০২৫

লেখা পাঠাবেন : হোয়াটস অ্যাপে টাইপ করে,খবর সোজাসুজি'র অফিসিয়াল **হোয়াটস অ্যাপ নম্বরে - ৯৪৩৪৫৬৬৪৯৮**

ইসরাইল মল্লিক,সম্পাদক, খবর সোজাসুজি
মথুরাপুর,জামালপুর,পূর্ব বর্ধমান
RNI NO. WBBEN/2023/87806

বিনম্র আবেদন

সময়টা বড় অস্থির। সর্বত্রই যেন একটা গেল গেল রব। রাজনীতি আর ধর্ম মিলে মিশে একাকার। ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি প্রবলভাবে মাথা চাড়া দিচ্ছে। ধর্মের সুড়সুড়ি দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিষ বাষ্প ছড়িয়ে রাজ্যে যারা অস্থিরতা তৈরির চেষ্টা করছে তাদের থেকে সতর্ক থাকুন। কোনো প্ররোচনায় কেউ পা দেবেন না। কোনো বিষয়ে প্রতিবাদ আন্দোলন করতেই পারেন,কিন্তু হিংসাত্মক আন্দোলন কখনোই সমর্থন যোগ্য নয়। যারা হিংসার আশ্রয় নিয়ে শান্ত বাংলাকে অশান্ত করার চেষ্টা করছে তাদের চিহ্নিত করে অবিলম্বে প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। সর্বদাই মনে রাখবেন, প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি কখনো অন্য ধর্মকে অশ্রদ্ধা করে না। আর ধর্মের নামে যারা দাঙ্গা বাধায় তারা কখনো প্রকৃত ধার্মিক হতে পারে না। কারণ, দাঙ্গাবাজদের কোনো জাত, ধর্ম হয় না। সর্বদা সচেতন ও সজাগ থাকুন। শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখুন। কোনো রকম প্ররোচনায় কেউ পা দেবেন না। গুজবে কান দেবেন না। গুজব ছড়াবেন না। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখুন। সত্যতা যাচাই না করে সোস্যাল মিডিয়ায় কোনো কিছু শেয়ার করবেন না,অনুরোধ।

ইসরাইল মল্লিক, সম্পাদক , খবর সোজাসুজি

জীবনদায়ী ওষুধ সহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে অসীমা পাত্রের নেতৃত্বে ধনেখালি বিধানসভার কাগনান মোড় থেকে মহেশ্বরপুর পর্যন্ত তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিল।

মাতৃভাষা স্মারক ও রাজা রামমোহন রায়ের আবক্ষ মূর্তির শুভ উদ্বোধন হল মেমারিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা - পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি মিলন সংঘ শহর গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে পয়লা বৈশাখ,বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন সকাল সাড়ে দশটায় এক সুচারু সংস্কৃতির প্রতিভূ স্বরূপ মাতৃভাষা স্মারক ও মহান রাজা রামমোহন রায়ের আবক্ষ মূর্তির শুভ উদ্বোধন করা হল। মেমারির বিধায়ক মধুসূদন ভট্টাচার্য্য,মেমারি পৌরসভার উপ পৌরপ্রধান সুপ্রিয় সামন্ত, গ্রন্থাগারের সভাপতি অচিন্ত্য কুমার চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক আশিস ঘোষ দস্তিদার, গ্রন্থাগারিক সঞ্জয় কুমার দাস, কাউন্সিলর দ্বয় চিরঞ্জীব ঘোষ ও সোনালী বাগ এবং ডাঃ অভয় সামন্ত, চন্দ্র নারায়ণ বৈরাগ্য, জগবন্ধু বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ মেমারির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের হাত ধরে এই মহতী কর্মকান্ডের উদ্বোধন ঘটে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য,১৯৩৮ সালের ১৯ মার্চ পুন্ডরীকাক্ষ বসু, অরবিন্দাক্ষ বসু, কমলাক্ষ বসু, বিমলাক্ষ বসু এবং সরোজাক্ষ বসু যে জমি দান করেছিলেন তাতে এই গ্রামীন মেমারিতে গ্রন্থাগার ক্লাব নামে পরিচিত হয়ে এই গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। এরপর ১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক এই গ্রন্থাগার সরকারি অনুমোদন পায়। তারপরে ১৯৯৪ সালের ৫ আগষ্ট শহর গ্রন্থাগারের মর্যাদা পায় মেমারি মিলন সংঘ শহর গ্রন্থাগার। ২০১৪ সালে নবরূপে সজ্জিত

(এরপর দুয়ের পাতায়)

জলসত্র আছে,জল নেই !

নিজস্ব প্রতিবেদন - পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের চকদীঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত রঙ্কিনী মায়ের তলায় জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক নির্মিত ঠান্ডা পানীয় জলের

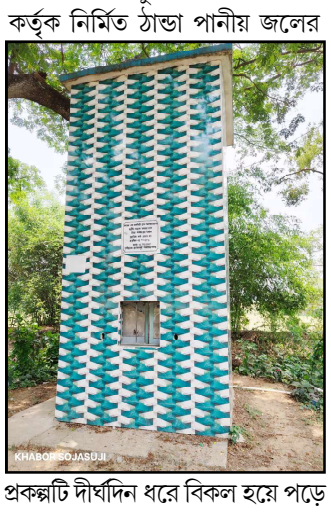

প্রকল্পটি দীর্ঘদিন ধরে বিকল হয়ে পড়ে আছে বলে অভিযোগ।এই প্রচন্ড গরমে ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন এলাকার মানুষজন সহ দূর দূরান্ত থেকে মন্দিরে পুজো দিতে আসা ভক্তগণ।বার বার বলা সত্ত্বেও সারাবার কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ, অভিযোগ ঠান্ডা পানীয় জলের প্রকল্পটি অতি দ্রুত সারাবার উদ্যোগ গ্রহণ করুক পঞ্চায়েত বা ব্লক প্রশাসন,চাইছেন এলাকার মানুষজন।

খবর সোজাসুজি
Volume-2 ● Issue- 22 ● 30 April, 2025

বাম ব্রিগেড

সকলের আশঙ্কাকে ভুল প্রমাণিত করে এই প্রচন্ড গরমেও ভরে উঠল ব্রিগেড। অনেকেই বলছেন ব্রিগেড ভরলেও ভোট বাক্স ভরবে না বামেদের।কিন্তু বাম নেতৃত্ব সেসব কথায় কান দিতে নারাজ।শ্রেণী আন্দোলন আর ভোট বাক্সের রাজনীতি সম্পূর্ণ পৃথক বলেই মনে করেন তারা।মানুষের দৈনন্দিন জীবনের রুটি রুজির লড়াইয়ের সঙ্গে সর্বদাই থাকেন বামেরা।দক্ষিণপন্থী দলের মতো ভোট বাক্সের দিকে তাকিয়ে তারা রাজনীতি করেন না।শ্রমিক ও খেটে খাওয়া মানুষের অধিকারকে সুরক্ষিত রাখতে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শ্রেণী আন্দোলনকে জোরদার করতে ভরা ব্রিগেড থেকে মানুষকে বামমুখী হবার আহ্বান জানান বাম নেতৃত্ব। কিন্তু প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক ব্রিগেডে এত লোক, তাহলে ভোট বাক্সে তার প্রতিফলন কোথায় ? রক্ত ক্ষরণ তো বেড়েই চলেছে দীর্ঘ ৩৪ বছর শাসন ক্ষমতায় থাকার পরও কেন বিধানসভায় শূন্য ? ব্রিগেড থেকে শুধু লড়াইয়ের ডাক দিলেই হবে না,গ্রামে গঞ্জে মাঠে ময়দানে তো নেতাদের দেখা নেই।সেরকম ভাবে উঠে আসছে না নতুন নতুন কর্মী।গ্রামীন এলাকায় সংগঠন খুব নড়বড়ে।অনেকে আবার দু'ডালে পা রেখে চলছে।তলে তলে শাসক দলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে বড় বড় কথা বলছে। সিপিএমের মিছিলে হাঁটার পরেই তৃণমূলের হাতে তামাক খাচ্ছে।আর এই সব কর্মীদের নিয়ে দিন বদলের স্বপ্ন দেখছে বামেরা,ভাবা যায় ! সর্ষের মধ্যেই যদি ভূত থাকে তাহলে কি আর বিপ্লব করা যায় ? মানুষ তো সব দেখছে।মানুষও চাইছে একটা বিকল্প শক্তি।কিন্তু বিকল্প শক্তি বাছতে গিয়ে মানুষ বিভ্রান্ত।একদল ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করছে,আর একদল মুখে বড় বড় নীতি কথা বললেও বাস্তবে মাঠে ময়দানে নেমে সেভাবে আন্দোলন করতে পারছে না। শূন্য যদি কাটাতে হয় তাহলে তো একটু গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে হবে।দু'নৌকায় পা দিয়ে যারা চলছে তাদের চিহ্নিত করে অবিলম্বে ছেঁটে ফেলতে হবে।আন্দোলন সংগ্রামের কথা তো শুধু মুখে বললে হবে না,মাঠে ময়দানে নেমে তার প্রমাণ দিতে হবে। গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় মানুষের দরজায় কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে নেতাদেরও যেতে হবে।মানুষের সুখ দুঃখের কথা শুনতে হবে।তবেই মানুষ আবার ভরসা করবে।কিন্তু ভরা ব্রিগেড দেখে যদি আত্মসন্তুষ্টিতে ভোগেন তাহলে শূন্য 'শূন্য' রয়ে যাবে। শূন্যের গেরো আর কাটবে না।

হচ্ছেটা কী ?

বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য্য,ফিরদৌস শামিমের চেম্বার ঘেরাও করে বিক্ষোভ শিক্ষকদের ! উচ্চ প্রাথমিকে সুপার নিউমেরিক পদ নিয়ে মামলা করার জন্য মামলাকারীর আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য্য ও ফিরদৌস শামিম,সুদীপ্ত দাশগুপ্ত ও বিক্রম বন্দোপাধ্যায়ের চেম্বার ঘিরে শুক্রবার বিক্ষোভ দেখান অতিরিক্ত শূন্যপদে নিয়োগ পাওয়া কর্মশিক্ষা ও শারীরশিক্ষার কিছু শিক্ষক।কিন্তু কে কোন্ মামলা লড়বেন সেটা তো তার ব্যক্তিগত ব্যাপার।নিয়োগ নিয়ে কারো অভিযোগ তো থাকতেই পারে।অভিযোগ ঠিক না বেঠিক সেটা তো দেখার দায়িত্ব আদালতের।তাহলে আদালতে আইনি ভাবে লড়াই করুন।গায়ের জোর দেখাচ্ছেন কেন ? মাষ্টারমশাইরা আইনজীবীদের লক্ষ্য করে বোতল ছুঁড়ছেন,এটা খুবই লজ্জাজনক ব্যাপার।আপনারা যদি স্বচ্ছ ভাবে নিযুক্ত হন তাহলে এত ভয় পাচ্ছেন কেন ? আদালতের ওপর ভরসা রাখুন।আইন তো আইনের পথে চলবে।কিন্তু আপনারা যেটা করলেন সেটা তো মোটেও কাম্য ছিল না।এটা কখনোই শিক্ষক সুলভ আচরণ হতে পারে না।বিপক্ষের আইনজীবীদের চেম্বার ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখানো সত্যিই খুব নিন্দনীয় ঘটনা।দুর্নীতির বিরুদ্ধে মামলা লড়তে গিয়ে হামলার মুখে পড়তে হল বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য্যের মতো বর্ষীয়ান আইনজীবীকে,ভাবা যায় ! আদালতের নির্দেশ বা রায় বিপক্ষে গেলে এভাবে কি বিপক্ষের আইনজীবীদের চেম্বার ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখানো যায় ? মামলা তো আদালতে বিচারাধীন। আদালতে আপনারা স্বচ্ছতার প্রমাণ দিন। মক্কেলের হয়ে কেস লড়াই তো উকিলের কাজ।আইনি ভাবে লড়াই না করে বিপক্ষ আইনজীবীদের চেম্বার ঘেরাও করে নিজেদের হাস্যস্পদ করছেন কেন ? নিয়োগ দুর্নীতি মামলা নিয়ে এসব হচ্ছেটা কী ?

(প্রথম পাতার পর) **রাজা রামমোহন রায়ের আবক্ষ মূর্তির**

হয়ে এগিয়ে চলেছে এই গ্রন্থাগার। আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানে মঞ্চাসীন ব্যক্তিবর্গকে স্মারক সম্মাননা প্রদান করার পাশাপাশি আরো কয়েকজন সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রেমী ব্যক্তিকেও সম্মাননা প্রদান করা হয়। স্বাগত ভাষণ, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন, সঙ্গীত, আবৃত্তি ও বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সুচারু সমাপন ঘটে। বিভিন্ন বক্তার বক্তব্যে উঠে আসে গ্রন্থাগার তথা লাইব্রেরির পাঠক পাঠিকার সংখ্যার ক্ষেত্রে উদ্বেগ।এটি বর্তমান ডিজিটাল যুগে করোনাকালীন সময়ের মতোই গতিশীল ও চরম বাস্তব।তাই একে উপেক্ষা করার উপায় নেই। তবে প্রচার এবং প্রসার বই ও বইয়ের পাঠক পাঠিকার সংখ্যা আগামীতে আরো বৃদ্ধি পাবে এটি আশা করাই যায়।তবুও প্রশংসা করতেই হয় মেমারি মিলন সংঘ শহর গ্রন্থাগারের বর্তমান কর্ণধারগণকে, কারণ রাজা রামমোহন রায়ের মূর্তি মেমারি শহরের বুকে এই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হল। একই সঙ্গে এক অভিনব মাতৃভাষা স্মারক উপহার দেওয়ার জন্যও সাধুবাদ জানাতেই হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন সম্পাদক আশিস ঘোষ দস্তিদার।

বর্ধমানের বনবিবি

জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী

পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকে রয়েছে একটি মা বনবিবির থান। মূলত সুন্দরবনের সঙ্গে জুড়ে থাকা লৌকিক দেবী বনবিবির নাম বর্ধমানের একটি গ্রামে থাকা বেশ বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এই দেবীর নাম অনুসারে এই অঞ্চলের বিদ্যালয়টির নামও বনবিবিতলা উচ্চ বিদ্যালয়।এ মা বনবিবির এই থানটি কাড়ালাঘাট গ্রাম থেকে দুই কিলোমিটার দূরে দামোদরের ধারে অবস্থিত।

সে প্রায় একশ বছর আগের কথা,বর্তমানে এই বনবিবির থানের অন্যতম খাদিম মীর সাইফুদ্দিনের দাদু মীর বাবর আলি স্বপ্নে দেখেন মা বনবিবিকে। দামোদরে সে সময় যাঁরা মাছ ধরতেন তাঁদের অনেকেরই জাল নাকি আটকে যেত আজকের এই বনবিবিতলার ঠিক পাশেই। সে সময় এই জায়গাকে বলা হত বনবিবির দহ। কথিত আছে সেই আটকে যাওয়া জাল ছাড়া পেত মা বনবিবিকে স্মরণ করে নদীর জলে বাতাসা ছড়ালে।

লোকমুখে প্রচলিত আছে মীর বাবর আলি নাকি স্বপ্নে দেখেন মা বনবিবি তাঁকে বলছেন ব্যান্ড পার্টির বাজনা বাজিয়ে আরাধনা করলে তবেই তিনি দেখা দেবেন। কথা মত দামোদরের ধারে ব্যান্ড পার্টি সহ এসে দাঁড়িয়েছিলেন মীর বাবর আলি এবং জল থেকে নাকি ভেসে উঠেছিল একটি পাথর। সেই পাথরকে ঘিরেই আজকের এই বনবিবির আখ্যান।

কিছুটা দূর থেকে খালি চোখে দেখে যা বোঝা যায় তা হল ফুট চারেক লম্বা,দু ফুট মত চওড়া এবং প্রায় এক ফুট বেধের একটি আয়তাকার বেলেপাথর। পাথরের গায়ে রয়েছে এক অস্পষ্ট অবয়ব। সে অবয়ব মাতৃরূপী কিনা তা অবশ্য স্পষ্ট বোঝা যায় না।

সুন্দরবন অঞ্চলের বনবিবির সঙ্গে এই বনবিবির কোনও মিল বা যোগাযোগ আছে কিনা এই বিষয়ে অঞ্চলের দুই প্রবীন শিক্ষকের কথায় যা জানা যায় তা হল - সে সময় এসব অঞ্চল দামোদরের বয়ে আনা পলিতে খুবই উর্বর ছিল। চাষবাস করতে হাওড়া বা হুগলির দিক থেকে অনেক মানুষ অস্থায়ীভাবে আস্তানা তৈরি করতেন এসব অঞ্চলেঞ্চ পরবর্তীকালে এঁরা স্থায়ী বসতি গড়েন এবং গড়ে ওঠে গ্রাম। তবে দামোদরের অপর পাড়ে অর্থাৎ সেলিমাবাদের দিকে ঘন বন-জঙ্গল ছিল। এককালে এসব অঞ্চলে বাঘ বের হত এমন কথা তাঁরা ছেলেবেলায় শুনেছেন। তবে সেলিমাবাদের সেই বাঘ কখনই দামোদর পার হয়ে বনবিবিতলায় ঢোকে নি, তার একমাত্র কারণ নাকি মা বনবিবির মাহাত্ম্য।

বন্য জন্তুদের বিশেষত বাঘের প্রসঙ্গে বারবারই সুন্দরবনের কথা মনে পড়ে,তবে আরও একটি বিষয়েও বেশ মিল খুঁজে পাওয়া যায় সুন্দরবনের সঙ্গে। এখানে প্রার্থনা করতে হিন্দু-মুসলমান সব সম্প্রদায়ের মানুষ আসেন। যেকোনও সম্প্রদায়ের মানুষই এখানে এসে নিজেদের মত

করে মা বনবিবির কাছে প্রার্থনা জানাতে পারেন। মাজারে চাদর চড়ানো বা মাটির ঘোড়া দিয়ে প্রার্থনা জানানোর চল রয়েছে এখানে। সাদা রঙের উপর কারুকার্য করা ঘোড়া যেমন রয়েছে তেমনই রয়েছে সাধারণ পোড়া মাটির ঘোড়াও।এখানে বনবিবির বাহন ঘোড়া। অবাক হতে হয় মাটির ঘোড়ার সঙ্গে রাখা বেশ কিছু খেলনা পুতুল দেখে। এখানকার মানুষের বিশ্বাস যার বাচ্চা খুব বেশি কাঁদে তারা মা বনবিবির কাছে পুতুল রেখে গেলে সেই অসুবিধা দূর হয়ে যায়। শারীরিক ও মানসিক নানা সমস্যার প্রতিকারের জন্য মূলত মহিলারাই এখানে আসেন।

প্রায় আড়াইশো বছর আগে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে কিছু মানুষ শ্বাপদ সঙ্কুল সুন্দরবনের পাশে ঘর বেঁধেছিলেন। নানা প্রতিকূলতার সঙ্গে আজও চলেছে তাঁদের লড়াই। সে লড়াইয়ে তাঁদের কিছুটা মানসিক অবলম্বন হয়ে ছিলেন এবং আছেন মা বনবিবি। প্রান্তিক মানুষেরা আজও জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বাস করেন বাঘ-সাপ-কুমিরের দেশে বনবিবি তাঁদের রক্ষা করবেন। যদিও সুন্দরবনের সেই দেবীমূর্তির সঙ্গে বর্ধমানের বনবিবির কোনও মিল নেই তবু প্রান্তিক মানুষের টিকে থাকার লড়াইয়ের মানসিক অবলম্বনের বিষয়টি কিন্তু একই রকম থেকে গেছে এখানেও। হাওড়া-হুগলি থেকে চাষবাসের জন্য আসা মানুষেরা ফসল পাহারা দিতে রাত কাটাচ্ছেন অস্থায়ী আস্তানায়। ওপারে তো তখন আলো ঝলমলে গঞ্জ জামালপুর নয়। দামোদরও আজকের নির্জীব বালি-সর্বস্ব নয়,সেতুর কথা তো ভাবাই যায় না। সেই বন জঙ্গল ঘেরা দামাল দামোদরের পাশে কিছু প্রান্তিক মানুষ তাঁদের বাঁচার মানসিক অবলম্বন হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন এই মা বনবিবিকেই।

যাঁর হাত ধরে এই বনবিবির প্রতিষ্ঠা সেই মীর বাবর আলির পুত্র মীর গহর আলিও একজন দানশীল উদার মানুষ ছিলেন। এই প্রান্তিক গ্রামে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে বিদ্যালয়ের জন্য জমি দান করেছিলেন তিনিই। সেই জমিতেই আজ মাথা তুলেছে বনবিবিতলা প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

কৃষিপ্রধান এই গ্রামে মা বনবিবির কাছে প্রতিটি পরিবারের প্রথম ফসলটি অর্পণ করার রীতি রয়েছে। খেজুর গুড় বা আখ থেকে গুড় তৈরির রীতি রয়েছে এই অঞ্চলে। বছরের প্রথম গুড়ও মাটির পাত্রের মধ্যে রেখে মা বনবিবির কাছে অর্পণ করা হয়। এমনকি সরস্বতী পূজার দিন বনবিবিতলা হাইস্কুল থেকে যথাসাধ্য ফল ও মিষ্টি পাঠানো হয় বনবিবির থানে।

আরও একটি রীতি বেশ অবাক করার মত। আশেপাশের গ্রামগুলি থেকে চৈত্র মাসের বিভিন্ন দিনে মানুষেরা আসেন এবং মা বনবিবির থানে বসে বাড়ি থেকে আনা খাবার,মূলত চিঁড়ে, ভিজিয়ে খান। পূর্ব পুরুষেরা অস্থায়ীভাবে বসবাসের সময় এভাবেই বাড়ি থেকে আনা খাবার খেয়ে দিনযাপন করতেন চাষাবাদের সময়,সেই স্মৃতিকে মনে রেখেই সম্ভবত এই প্রথা।

মা বনবিবির মূল উৎসব বা মেলা হয় মাঘ মাসের ২৪ তারিখ থেকে। এই বৎসর সেই মেলা ৭৫ বছরে পা দিল। মেলা চলে সাত দিন। আশেপাশের মানুষ বিকেল থেকে ভিড় জমান। দোকানপাটে জিলিপি, বাদাম,পাঁপড় থেকে ঘর-গেরস্থালীর প্রয়োজনীয় হরেক জিনিস মেলে। অনেকেই মাটির সুদৃশ্য ঘোড়া সহ পূজা দিয়ে যান। চাদর চড়ান মাজারে। স্থানীয় ছেলেমেয়েদের নিয়ে চলে বসে আঁকো বা অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। রাতে বসে জমজমাট যাত্রার আসর।

মেলার দিনগুলি নিস্তরঙ্গ মা বনবিবির থান গমগম করে মানুষের কোলাহলে। বহুকাল থেকে প্রচলিত মা বনবিবির মাহাত্ম্যের কথা লোকমুখে ছড়িয়ে যায় কিছুটা অতিরঞ্জিত হয়ে। এককালে একদল লড়াকু প্রান্তিক মানুষ একত্রিত হয়ে গড়ে তুলেছিলেন যে জনপদ,সে জনপদ ধীরে ধীরে এগোতে থাকে আধুনিকতার হাত ধরে উন্নয়নের পথে। তবু মানুষের মনের কিছু বিশ্বাস এমনই প্রাচীন বট-অশ্বত্থের নিচের ছায়া ঘেরা আলো আঁধারে জেগে থাকে একে অপরের হাত ধরে।

বিশ্ব জুড়ে ধর্মীয় হানাহানির বিষবাষ্প আজ সব শ্রেণির মানুষের বেঁচে থাকাকে দুর্বিষহ করে তুলেছে,কয়েকদিনের জন্য হলেও যদি একটি বেলেপাথরের টুকরোর সঙ্গে জুড়ে থাকা কিংবদন্তী তা বন্ধ রাখতে পারে তাতে ক্ষতি কী ?

পুলিশের উদ্যোগে জলসত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা - বাঁকুড়ার খাতড়া মহকুমার সিমলাপল, রানিবাঁধ এবং খাতড়া থানা এলাকার বিভিন্ন জায়গায় বৃহস্পতিবার পুলিশের উদ্যোগে জলসত্রের আয়োজন করা হয়েছিল।এই প্রচন্ড গরমে পথ চলতি মানুষজনকে একটু রিলিফ দিতে এবং ট্রাফিকে ডিউটিরত পুলিশ কর্মীদের সহযোগিতা করতে এদিনের এই জলসত্র কর্মসূচির আয়োজন বলে জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।এদিনের এই জলসত্র কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে ট্রাফিকে

ডিউটিরত পুলিশ কর্মী এবং সিভিক ভলেন্টিয়ারদের ছাতা,টুপি এবং সানগ্লাস তুলে দেন খাতড়ার এসডিপিও অভিষেক যাদব। পুলিশের এই মানবিক উদ্যোগের প্রশংসায় পঞ্চমুখ পথ চলতি মানুষজন।

দুধে ভেজাল কান্ডে গ্রেফতার ৫

নিজস্ব প্রতিবেদন - দুধে ভেজাল দেওয়ার ঘটনায় বিপ্লব সরকার নামে আরও এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পোলবা থানার পুলিশ।এ নিয়ে দুধে ভেজাল কান্ডে মোট গ্রেফতারির সংখ্যা দাঁড়াল ৫। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য,গত ১৩ এপ্রিল পোলবা থানার অন্তর্গত হোসেনাবাদ মোড়ে সঙ্গম ধাবার সামনে দুধে ভেজাল মেশানোর কারবার চলাকালীন পোলবা থানার পুলিশ আচমকায় অভিযান চালায় এবং সেখান থেকে একটি দুধের ট্যাঙ্কার ও একটি ছোট গাড়ি সহ ৩ জন ব্যক্তিকে আটক করে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে।উপযুক্ত নথিপত্র এবং তদন্তের গতি প্রকৃতি বজায় রেখে পরবর্তীকালে আরও একজনকে গ্রেফতার করে।গত বৃহস্পতিবার পোলবা থানার পুলিশ তদন্তের অগ্রগতি বাড়িয়ে বিপ্লব সরকার নামে আরও একজন ব্যক্তিকে আটক করে এবং চুঁচুড়া আদালতে তাকে পেশ করা হলে বিচারক তিন দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। দুধে ভেজাল মেশানো কাণ্ডে আরও যারা জড়িত আছে তাদের সবার বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

এনডিএ পরীক্ষায় দেশের মধ্যে প্রথম বোলপুরের ইমন

নিজস্ব সংবাদদাতা - বীরভূমের বোলপুরের ছেলে ইমন ঘোষ এবারের ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমি পরীক্ষায় সারা দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেছে।মাত্র ১৮ বছর বয়সেই এই অসাধারণ সাফল্যে ইমন

শুধু তার পরিবার নয়,গোটা জেলাকে গর্বিত করেছে।সৈনিক স্কুল কুঞ্জপুরা এবং পরে আরআইএমসি দেরাদুন থেকে পড়াশোনা করা ইমনের লক্ষ্য ছিল সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া।ছোট থেকেই নিয়মিত পড়াশোনার পাশাপাশি বিতর্ক,খেলাধুলা এবং সংগীতচর্চাতেও সে দক্ষ।ইমনের বাবা একজন সরকারি কর্মী,যার বদলির চাকরির কারণে ইমন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পড়াশোনা করেছে।কঠোর পরিশ্রম, অনুশাসন এবং স্বপ্নপূরণের তাগিদই তাকে আজ এই উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে।ইমনের এই কৃতিত্বে খুশির হাওয়া বইছে বোলপুর জুড়ে।প্রতিবেশী,আত্মীয়স্বজন, শিক্ষক এবং বন্ধুরা সকলে গর্বিত ও আবেগাপ্লুত। ভবিষ্যতে দেশের সেনাবাহিনীতে সাহসিকতার সঙ্গে কাজ করার স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে চলেছে ইমন।

বাম নেতা প্রবীর হালদারের স্মরণ সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা - চুঁচুড়ার কিশোর প্রগতি সংঘের অডিটোরিয়ামে রবিবার সিপিআইএমএল লিবারেশনের প্রয়াত জেলা সম্পাদক প্রবীর হালদারের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হল।উপস্থিত ছিলেন সিপিএম,সিপিআই আরএসপি, ফরোয়ার্ড ব্লক,এস ইউ সি আই (সি) সহ বিভিন্ন বামপন্থী দলগুলোর জেলা নেতৃবৃন্দ।বক্তব্য রাখেন সিপিআইএমএল লিবারেশনের সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য,রাজ্য সম্পাদক অভিজিৎ মজুমদার,বর্ষীয়ান নেতা কার্তিক পাল, পার্থ ঘোষ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

কাশ্মীরে জঙ্গি হামলার বিরুদ্ধে সিপিএমের মিছিল ধনেখালিতে।

হুগলির সাংসদ রচনা ব্যানার্জির উদ্যোগে ধনেখালির বেলমুড়ি কমিউনিটি হলে শনিবার ১৯ এপ্রিল আয়োজিত হল বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির।বিশেষ ভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের কৃত্রিম হাতও প্রদান করা হল এদিনের এই স্বাস্থ্য শিবির থেকে।উপস্থিত ছিলেন ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র,ধনেখালি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অর্পিতা বারিক,সহ সভাপতি সৌমেন ঘোষ, রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না, হুগলি গ্রামীন পুলিশের এসপি কামনাশিষ সেন সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

ব্রিগেড সমাবেশ থেকে ছাব্বিশে উইকেট ফেলার হুঙ্কার দিলেন সিপিএমের ক্ষেতমজুর আন্দোলনের নেত্রী বন্যা টুডু।

সামসেরগঞ্জের হিংসা বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করলেন কংগ্রেস প্রতিনিধি দল। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, সাংসদ ঈশা খান চৌধুরী ও এআইসিসি পর্যবেক্ষক অম্বা প্রসাদ। ''আগুনটা জ্বালালো কে ? দেশলাই বাক্সটা পেল কোথা থেকে ?'' সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার।

কাশ্মীরে জঙ্গি হামলার বিরুদ্ধে হুগলি শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে আজ সিঙ্গুর পঞ্চায়েত সমিতি থেকে সিঙ্গুর হাসপাতালধার রেলগেট পর্যন্ত মোমবাতি মিছিল।

পথশ্রীর হতশ্রী চেহারা ! রাস্তা না পুকুর বোঝা দায় !

নিজস্ব সংবাদদাতা - রাস্তা না পুকুর বোঝা দায় ! পথশ্রীর হতশ্রী চেহারা ! বছর তিনেক আগে তৈরি হয়েছিল রাস্তা।আর তিন বছরের মধ্যেই সেই রাস্তার অবস্থা বেহাল।খানাখন্দে ভরা, একদমই চলাচলের অযোগ্য।রাস্তার অবস্থা যে বেহাল পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তা এদিন অকপটে স্বীকার করে নিয়েছেন।পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের বকপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নওপাড়া থেকে চক বামন গড়িয়া পর্যন্ত দীর্ঘ ১১ কিলোমিটার রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল।বর্ষার সময় এই রাস্তা দিয়ে চলাচল একেবারেই অসম্ভব হয়ে ওঠে।গ্রামবাসীরা জানাচ্ছেন, এই রাস্তা দিয়ে ৩৮ গ্রামের মানুষ যাতায়াত করেন প্রতিদিন।নাদনঘাট রামপুরিয়া হাই স্কুল, নাদনঘাট গার্লস হাইস্কুল এবং নাদনঘাট হাই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা এই রাস্তা দিয়ে স্কুলে যায়।প্রতিনিয়ত ঘটে ছোট বড় দুর্ঘটনা। বকপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান শহিদুল শেখ জানান, ''জেলা পরিষদ এই রাস্তাটি তৈরি করেছিল।যেই সংস্থা টেন্ডার পেয়েছিল তারা নিম্ন মানের সামগ্রী ব্যবহার করার জন্যই রাস্তাটির দ্রুত খারাপ হয়ে গেছে। আমরা উচ্চ পর্যায়ের সমস্ত স্তরে বিষয়টি নজরে এনেছি।'' এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথও বিষয়টি জানেন বলে জানিয়েছেন তিনি।এপ্রিলের মধ্যে কাজ শুরু হবার কথা থাকলেও এখনো পর্যন্ত শুরু হয়নি। তবে দ্রুত রাস্তা তৈরীর কাজ হবে বলে এদিন জানিয়েছন তিনি।

KHABOR SOJASUJI
RNI.NO.WBBEN/2023/87806

রোহিয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

ঠিকানা: গ্রাম + পোঃ- খড়ুয়া জেলা- হুগলী
নিবন্ধনসংখ্যা (Registration No)- ৩৩H.G., তারিখ : ১৬/০২/১৯৬০

খসড়া নির্বাচক তালিকা(Draft Voter List) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সমবায় সমিতি সমূহের যুগ্ম-নিবন্ধক, হুগলী রেঞ্জ তথা হুগলী রেঞ্জের সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসারের আদেশ নং ৯৯৫ তারিখ ২৭/০৮/২০২৪ দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারী শ্রী চঞ্চল রায় সমবায় পরিদর্শক ধনিয়াখালী ব্লক তথা সহকারি রিটার্নিং অফিসার রোহিয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর সমস্ত সদস্য/সদস্যাগণ কে জানাচ্ছি যে উক্ত সমিতির আসন্ন পরিচালক মণ্ডলীর নির্বাচন উপলক্ষে অত্র (অর্থাৎ ২৮-০৪-২০২৫ এর) বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে খসড়া নির্বাচক তালিকা সংযোজিত হল যা এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে পরিগণিত হবে। ঐ নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত কোন সংযোজন/সংশোধন কিংবা বিয়োজন বিষয়ে কোন সদস্যের কোন বক্তব্য থাকলে অভিযোগের স্বপক্ষে প্রমান তথ্যাদি সহ আবেদনকারী নিজে অথবা তাঁর দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত (Authorized) ব্যক্তি তা লিখিত ভাবে ইংরাজী ২৯/০৪/২০২৫ তারিখ হতে ১৩/০৫/২০২৫ তারিখের মধ্যে রোহিয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর অফিসে যে কোন কাজের দিন সকাল ১১ ঘটিকা হইতে দুপুর ০৩ ঘটিকার মধ্যে প্রাপ্তি স্বীকার সাপেক্ষে জমা দিতে পারবেন। উপরোক্ত বক্তব্যের উপর আগামী ইংরাজী ১৪/০৫/২০২৫ তারিখ সকাল ১১ ঘটিকা থেকে দুপুর ১ ঘটিকার মধ্যে সহকারি রিটার্নিং অফিসার, রোহিয়া
সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড-এর দ্বারা সমিতির অফিস গৃহে শুনানি হবে। ব্যক্তিগতভাবে নির্ধারিত দিনে অভিযোগকারীকে উপস্থিত থাকতে এবং সচিত্র পরিচয়পত্র সঙ্গে আনতে বলা হচ্ছে। অন্যথায় একতরফা সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। শুনানি শেষে চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা (Final Voter List) আগামী ইংরাজী ১৫-০৫-২০২৫ তারিখ বৈকাল ২ ঘটিকায় সমিতির অফিসের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে।কোন সদস্য ভোটার/ প্রার্থী নির্বাচনের যেকোনো বিষয় জানতে চাইলে তাকে সমিতির অফিসে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
তারিখ: ২৮-০৪-২০২৫

চঞ্চল রায়
সহকারী রিটানিং অফিসার
রোহিয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ১ লক্ষ টাকা জরিমানার নির্দেশ দিল বর্ধমান আদালত

নিজস্ব প্রতিবেদন - নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পকসো আইনে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ১ লক্ষ টাকা জরিমানার নির্দেশ দিল বর্ধমান আদালত।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ১৬ ফেব্রুয়ারি,২০১৩ পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার থানা এলাকার এক বাসিন্দা থানায় এসে অভিযোগ দায়ের করেন যে, সন্ধ্যা ৭.১৫ মিনিট নাগাদ তার ৭ বছর বয়সী মেয়ে সরস্বতী ঠাকুর দেখে বাড়ি ফিরছিল।সেই সময় প্রতিবেশী এক ব্যক্তি তার মেয়েকে অন্ধকারে গ্রামের মাঠে তুলে নিয়ে যায় এবং জোরপূর্বক ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ।রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।পকসো আইনে অভিযোগ দায়ের হওয়া মাত্র দক্ষ তদন্তকারী অফিসারকে নিযুক্ত করা হয়।সুদক্ষ হাতে তদন্তকারী অফিসার এসআই সাধন চন্দ্র পাত্র তদন্ত শেষ করে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেন।সেই থেকে মামলাটি আদালতে বিচারাধীন ছিল।অবশেষে বুধবার ২৩ এপ্রিল,২০২৫ আদালত এই মামলার চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করে এবং এই জঘন্য, গর্হিত অপরাধের জন্য অপরাধীকে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করে।

ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে জপমালার থলিতে রাধা কৃষ্ণের ছবি ফুটিয়ে তুলছেন হযরত মন্ডল !

নিজস্ব সংবাদদাতা - মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান/মুসলিম তার নয়ন মনি হিন্দু তাহার প্রাণ - দেশ জুড়ে যতই সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা থাকুক না কেন কবির এই লাইন গুলিকে সত্যি করে দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে হিন্দুদের জপমালার থলি তৈরি করে সম্প্রীতির এক অনন্য নজির সৃষ্টি করে চলেছেন পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের সিংহজুলির বাসিন্দা হযরত মণ্ডল।শুধু তাই নয়, নিজের নিপুণ হাতে তাতে ফুটিয়ে তুলছেন হিন্দুদের নানা দেবদেবীর ছবি। বিগত ১৫ বছর ধরে হিন্দু দেব-দেবীর বিভিন্ন ছবি এমব্রয়ডারি কাজের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলছেন জপ মালার থলিতে।এখানেই তিনি থেমে থাকেন নি। এই শিল্পকলার মাধ্যমে তিনি কর্মসংস্থানের দিশা দেখিয়েছেন। তার হাত ধরে তার স্ত্রী রুপিয়া খাতুন বিবি সহ গ্রামের আরো মুসলিম মহিলারা তার কাছে কাজ শিখে এই জপমালা থলি তৈরি

করে স্বাবলম্বী হচ্ছেন।এভাবেই সম্প্রীতির এক অনন্য নজির সৃষ্টি করে চলেছেন এই এলাকার হযরত, রুপিয়া, আনোয়ারা,শাহানারা, রুনা খাতুনেরা। জানা গেছে,স্থানীয় সিংহজুলি মসজিদ পাড়া এলাকার হযরত মন্ডল এমব্রয়ডারির কাজের জন্য দিল্লিতে যান। সেখান থেকে বাড়িতে ফিরে আসার পরে মায়াপুরের ইসকনের এক ব্যক্তির সাথে তার পরিচয় হয়।সেই সূত্র ধরে প্রথম তিনি এই কাজ করেন।তারপর থেকে এটাকেই তিনি পেশা হিসেবে বেছে নেন।পাশাপাশি গ্রামেরই ১৫-১৬ জন মুসলিম মহিলাকেও কাজ শিখিয়ে তিনি স্বাবলম্বী করেছেন। অন্যদিকে ভিন গ্রামের হিন্দু মহিলারাও তার থেকে এই কাজ শিখে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে করে স্বাবলম্বী হচ্ছেন।হযরত এর কথায়,আমরা হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে কোন ভেদাভেদ দেখিনা।এই জপ মালার থলির চাহিদা নদীয়ার মায়াপুরে অনেক বেশি।আর তাই সেখানে এই জপমালার থলি পাঠিয়ে তিনিও লাভবান হচ্ছেন।অন্যদিকে হযরতের শেখানো পথ ধরে স্বাবলম্বী হচ্ছেন এলাকার হিন্দু ও মুসলিম মহিলারা, যা অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি সম্প্রীতির অনন্য নজির সৃষ্টি করছে।

(প্রথম পাতার পর)

জলের তোড়ে ভেসে গেছে বাঁশের পুল

এপারে আসতেই হয়।নদী পারাপারের জন্য একমাত্র সম্বল বাঁশের তৈরি একটি সেতু,যা দিয়ে খুব সহজেই তারা এপারে আসতে পারতেন এবং তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় কাজগুলি সেরে নিতে পারতেন।নদী পারাপারের জন্য এই বাঁশের তৈরি সেতুটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য।কিন্তু সম্প্রতি প্রবল জলস্রোত এবং অত্যাধিক কচুরিপানার চাপে এই বাঁশের তৈরি সেতুটি ভেসে চলে যায় বলে জানা গেছে।যেহেতু গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে তাই বাঁশের সেতুটিকে ভেসে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা যায়নি।সেতুটি ভেসে যাওয়ায় নদীর ওপারের প্রায় ১০টি গ্রামের মানুষজন তীব্র সংকটের মধ্যে পড়েছেন।বর্তমানে নদীর উভয় প্রান্তে দড়ি বেঁধে নৌকা দিয়ে অতি কষ্টে পারাপার হচ্ছেন মানুষজন। দড়ি ধরে নদী পারাপার রীতিমত ঝুঁকিপূর্ণ বলে জানান এলাকার মানুষজন।অপরদিকে ঘাট মালিক জানান, বাঁশের সেতুটি ভেসে যাওয়ায় প্রায় দু'লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়ে গেছে।তিনি আরও জানান,মানুষজনের যাতে কোন অসুবিধা না হয় তার জন্য বর্তমানে দড়ি বেঁধে তিনি যাত্রীদের নৌকায় পারাপার করছেন।এই অসুবিধার হাত থেকে বাঁচতে পাকা সেতুর দাবিতে সরব এলাকার মানুষজন।

এক নজরে

(প্রথম পাতার পর)

নিয়োগের ক্ষেত্রে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ল সময়সীমা।

● নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশে চাকরি থেকে বরখাস্ত গ্রুপ সি কর্মীদের মাসিক ২৫ হাজার টাকা ও গ্রুপ ডি কর্মীদের মাসিক ২০ হাজার টাকা করে ভাতা দেবার কথা ঘোষণা করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।

● গুড়াপ থানার নতুন ওসি হলেন কৌশিক দত্ত।তিনি ধনেখালি থানার ওসি পদে কর্মরত ছিলেন।ধনেখালি থানার নতুন ওসি হলেন গৌরাঙ্গ দে।তিনি বদনগঞ্জ বিট হাউসের ইনচার্জ ছিলেন।চন্ডীতলা থানার নতুন ওসি হলেন অনিল কুমার রাজ।তিনি জাঙ্গিপাড়া থানার ওসি পদে কর্মরত ছিলেন।ঘোষপুর আউট পোস্টের নতুন ইনচার্জ হলেন সৌরভ বোস।তিনি দাদপুর থানায় এসআই পদে কর্মরত ছিলেন।জাঙ্গিপাড়া থানার নতুন ওসি হলেন নাজিরুদ্দিন আলি।তিনি পোলবা থানার ওসি পদে কর্মরত ছিলেন।পোলবা থানার নতুন ওসি হলেন সানোয়ার উদ্দিন মোল্লা।তিনি মগড়া থানায় এসআই পদে কর্মরত ছিলেন।হরিপাল থানার নতুন ওসি হলেন অরুপ কুমার মন্ডল।তিনি সিঙ্গুর থানায় এসআই পদে কর্মরত ছিলেন এবং বদনগঞ্জ বিট হাউসের নতুন ইনচার্জ হলেন সুব্রত সাধু। তিনি হরিপাল থানায় এসআই পদে কর্মরত ছিলেন।

● মালদার তৃণমূল নেতা দুলাল সরকার খুনে কৃষ্ণ রজক নামে আরও আরও এক অভিযুক্তকে বিহার থেকে গ্রেফতার করল পুলিশ।এ নিয়ে মোট গ্রেফতারির সংখ্যা দাঁড়াল ৯।

● জেনারেল ক্যাটাগরিতে ২০০'র মধ্যে ১৪০ নং পেয়ে এনএমএমএস স্কলারশিপ-২০২৪ পরীক্ষায় পাশ করল শিপতাই মহুলা সতীরঞ্জন বিদ্যামন্দিরের ছাত্র শুভজিৎ পাল।

● ২ মে প্রকাশিত হবে মাধ্যমিকের রেজাল্ট।আর ৭ মে প্রকাশিত হবে উচ্চ মাধ্যমিকের রেজাল্ট।

● কারা যোগ্য,কারা স্কুলে যেতে পারবেন তার তালিকা ডিআইদের কাছে পাঠিয়ে দিল স্কুল শিক্ষা দপ্তর।

ষষ্ঠ সিন্ধু জয় করে ১৮ দিন পর গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরলেন কালনা বারুইপাড়া এলাকার বাসিন্দা সাঁতারু সায়নী দাস।মাত্র ৩ ঘন্টা ৫১ মিনিটে স্পেনের জিব্রাল্টার প্রণালী জয় করে সদ্য ষষ্ঠ সিন্ধু পার করার মুকুট মাথায় উঠেছে সায়নীর।

নাম সংশোধন

I, Bivash Karmakar S/O -Tarak Chandra Karmakar residing at Vill + P.O - Dasghara– P.S - Dhaniakhali–Dist - Hooghly–declared that Bivash Karmakar and Bibhas Karmakar are same person vide affidavit no. 32 dated 16/07/2019 Executive Magistrate 2nd court at sadar–Hooghly.

FARHAD HOSSAIN
Channel Partner
শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের জন্য যোগাযোগ করুন। 7718563194
KHANPUR HOOGHLY WEST BENGAL KHANPUR, HOOGHLY, WEST BENGAL, INDIA 712308
farhad05ster@gmail.com
KHANPUR HOOGHLY WEST BENGAL KHANPUR. HOOGHLY, WEST BENGAL, INDIA 712308
+917718563194
farhad05ster@gmail.com
AngelOne
www.angelone.in

Owner, Publisher & Printer- Israil Mallick , Published from- Vill- Mathurapur, P.O.- Shiptai, P.S. Jamalpur, Dist- Purba Bardhaman Pin- 712308, State-West Bengal
Printed at- Two Star Offset Press, 27 No. Laskardighi West (Near Rongtuli Goli), Burdwan, Pin- 713101
Editor- ISRAIL MALLICK, Mobile - 9434566498, E-mail -khaborsojasuji@gmail.com